“৫২ থেকে ৭১ এর কসম”

৫২ থেকে ৭১ এ মুঠো মুঠো রক্ত দিয়ে গেছে সময়;

লাল রং বুকে নিয়ে হারিয়ে গেছে গৃহস্থ রাত;

কতদিন আতঙ্কের গোধুলিতে নজর রেখেছে ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধারা।

পাকিস্তানি হায়েনারা যে অষ্টাদশী যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল-

সেই যুবতী আমার বাবার নোলক পরা বোন!

যে বৃদ্ধার চোখের জলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল-

সেই বৃদ্ধা আমার মায়ের মা!

ঐ যে গলির মোড়ের রশিদ সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিল,

ঐ যে পুকুরপাড়ে টং-এ বসা কার্ত্তিক সেদিন দুটো পা হারিয়েছিল!

এখনো রশিদ। কার্ত্তিক নিজেকে পোড়ায়!

বাংলাভাষা, পতাকা, মানচিত্র দিয়ে সাজানো বাংলাদেশের শরীর।

এসবের ফলে পেয়েছি সিঁড়িতে পরে থাকা কালো চশমাটা ও রক্তাক্ত নিথর দেহ ৭ই মার্চের অগ্নিঝরা ভাষণদাতার।

এতো রক্ত দেওয়ার পরও তবুও রক্তের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে।

৫২ থেকে ৭১ এ ঝরে গেছে কতগুলি সোনালি পাতা।

আমাদের দিয়ে গেছে আশ্চর্য আলো-সেই আলো ছিনতাই হচ্ছে অমুক/ তমুকের বুলেটে!

বক্তৃতায়, ভাষণে, বড় বড় বিশেষণ ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিলের জন্য।

আসবো আসবো করে ন্যায়নীতি আসে নে যাদের জন্য।

৫২ থেকে ৭১ এর কসম- অমুক/ তমুকের ফাঁসি চাই, দিতে হবে।

 @মেহেনাজ পারভীন

সহকারী শিক্ষক

ঝানজিরাপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।